৪০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা সম্পর্কে প্রথমবারের মতো লেখা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের গাফিলতি কোন বিশ্ববিদ্যালয়, অনুষদ বা বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সবখানেই হয়। মাত্রা ভেদ আছে মাত্র। সর্বশেষ খবরটি পাওয়া গেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ১৯৯৪ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হয় ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে। দীর্ঘ ১১ মাস পরেও ফল প্রকাশিত হয়নি। ফল প্রকাশের দাবিতে এ মাসে একজন পরীক্ষার্থী একদিনের প্রতীক অনশন পালন করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে বলে জানা যায়নি।

সেশন জটের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগটির ছাত্রছাত্রীর তিন বছর পিছিয়ে গেছে। শিক্ষকদের গাফিলতির জন্য আরেক বছর। কি বিচিত্র আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা! ১৯৯৪ সালে পরীক্ষায় পাস করে যে যুবকের কর্মজীবন শুরু করার কথা ছিল, সে ১৯৯৮ সালে পরীক্ষার ফলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে।

পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ হতে যে দেরি হয়, তার জন্য 'শতকরা ১০০ ভাগ' দায়ী হলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও পরীক্ষকরা; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন। কেননা রেজাল্ট প্রণয়নের পুরো দায়িত্ব শিক্ষকদের। খোঁজ-খবর করলে বিচিত্র অজুহাতের কথা উল্লেখ করা হয়। যেমন, পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য যে পয়সা দেয়া হয় তা নগণ্য, তারা কনসাল্টেন্সি করলে অনেক পয়সা পান। কোন কোন শিক্ষক পরীক্ষার খাতা বাক্সবন্দি করে রেখে বিদেশে চলে যান, এক্সটারনাল এক্সামিনার সময়মতো খাতা দেখে পাঠান না ইত্যাদি। এগুলোর সবটাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা।

দায়িত্বের প্রতি অবহেলার জন্য সবাই শাস্তি পান; কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কেউ এর জন্য শাস্তি পান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব পরীক্ষাই এখন চলে দীর্ঘদিন ধরে। পরীক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞান সৃষ্টির জন্য নিয়ম করে দেয়া হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার। কিন্তু শিক্ষকরা তা করেন না। কেননা, তারা ভাল করেই জানেন সময়মতো ফল প্রকাশ না করলে কেউ তাদের কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। এ দেশে শাস্তির ভয় না থাকলে কেউ সময়ের কাজ সময়ে করে না। আমাদের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও কি তাই? ভাবসাব দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। তিন মাসের জায়গায় এগার মাস পরও ফল প্রকাশে ব্যর্থতার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের গাফিলতি করে সবাই পার পেয়ে গেছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবারও পার পেয়ে যাবেন। এমনকি এর জন্য কেউ তাদের তিরস্কারও করবেন না, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পদোন্নতি পেতেও কোন অসুবিধা হবে না। দেশের শিক্ষকরা জবাবদিহিতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তা অনবদ্য বৈকি!

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শাস্তি দেয়া হয় একমাত্র 'মোরাল টারপিচিউড' বা নৈতিক স্খলনের জন্য। দায়িত্বে চরম অবহেলার জন্য কারো শাস্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। সেশন-জটের জন্য শিক্ষকরা বাইরের হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করতে পারেন, যদিও এর জন্য তারাও খানিকটা দায়ী। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতার জন্য অন্য কাউকে দায়ী করার উপায় নেই। কাজেই যেমন নিয়ম করে দেয়া হয়েছে তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করার; তেমনি সেই সময়ের মধ্যে কাজটা না করলে কার কি শাস্তি হবে তাও নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। ফল প্রকাশে দেরি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হলো বা হচ্ছে তার খেসারত দেবে কে? শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার প্রতিকার করার জন্য প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন-কানুন বদলানোর কথা চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সোজা আঙুলে যে ঘি উঠবে না এতদিনে তা প্রমাণিত হয়েছে।